পঁয়ত্রিশ বছর পরও দুর্বল অবকাঠামো ও ভাঙা বাঁধে অনিশ্চয়তায় দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল

ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষত শুকায়নি, কাটেনি উপকূলবাসীর আতঙ্ক

মো. আরকান, পেকুয়া (কক্সবাজার)

আজ ২৯ এপ্রিলড়বাংলাদেশের উপকূলীয় জনপদের ইতিহাসে এক বিভীষিকাময়, শোকাবহ দিন। ১৯৯১ সালের এই রাতে বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় "ম্যারি এন" দেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে সৃষ্টি করেছিল এক মানবিক বিপর্যয়। কক্সবাজারের পেকুয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালীসহ বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল মুহূর্তেই পরিণত হয়েছিল মৃত্যুপুরীতে। ঘণ্টায় প্রায় ২২৫ কিলোমিটার বেগে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় ও ২০ থেকে ৩০ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে হাজার হাজার প্রাণ ঝরে পড়ে, সরকারি হিসেবে প্রাণহানি লক্ষাধিক ছাড়িয়ে যায়।

পঁয়ত্রিশ বছর পেরিয়ে গেলেও সেই রাতের দুঃসহ স্মৃতি আজও তাড়া করে ফেরে উপকূলের মানুষকে। স্বজন হারানোর বেদনা, ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হওয়ার স্মৃতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্থায়ী আতঙ্ক যেন উপকূলবাসীর জীবন থেকে কখনো মুছে যায়নি।

পেকুয়া উপজেলার মগনামা ইউনিয়নের পশ্চিমকুল গ্রামের বাসিন্দা দিলফুরুজ বেগমের কাছে ২৯ এপ্রিল মানেই অশ্রু আর শোকের দিন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, "সেদিন শুধু আমার ১০ বছরের মেয়ে রিনাকেই হারাইনি, পরিবারের আরও আটজন সদস্য লোনা জলে ভেসে গিয়েছিল। তিন দিন পর মেয়ের মরদেহ খুঁজে পেলেও চেনার উপায় ছিল না।" এমন করুণ স্মৃতি শুধু দিলফুরুজ বেগমের নয়, পেকুয়া-কুতুবদিয়ার প্রায় প্রতিটি পরিবারেই কোনো না কোনোভাবে সেই ভয়াল রাতের নির্মমতার সাক্ষী। ১৯৯১ সালের পর বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ, আগাম সতর্কবার্তা, স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক ও উদ্ধার সক্ষমতা বেড়েছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, টেকসই ও পূর্ণাঙ্গ বেড়িবাঁধ নির্মাণে এখনো বড় ধরনের ঘাটতি রয়ে গেছে।

কুতুবদিয়ার প্রায় ৬৬ কিলোমিটার বেড়িবাঁধের বড় অংশ আজও ঝুঁকিপূর্ণ। জোয়ারের পানি ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বহু অংশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে দ্বীপের প্রায় দেড় লক্ষাধিক মানুষ প্রতিনিয়ত আতঙ্কে বসবাস করছে। অন্যদিকে পেকুয়া উপজেলার মগনামা, উজানটিয়া, রাজাখালীসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ১২ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ঝুঁকিপূর্ণ বা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। এসব ভাঙা অংশ দিয়ে লোনা পানি ঢুকে প্রতি বছর হাজার হাজার একর কৃষিজমি, চিংড়িঘের ও লবণ মাঠ তলিয়ে যাচ্ছে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জয়নাল আবেদীন (৭০) বলেন, "১৯৯১ সালে সাগরের যে ভয়ংকর রূপ দেখেছি, অমাবস্যা-পূর্ণিমার জোয়ার এলেই সেই স্মৃতি ফিরে আসে। সরকার আসে, প্রতিশ্রুতি দেয়; কিন্তু টেকসই বেড়িবাঁধ এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। আমরা ত্রাণ চাই না, নিরাপদ ভবিষ্যৎ চাই।"

উজানটিয়ার লবণচাষি মো. আইয়ুব আলী জানান, "৯১-এর ঘূর্ণিঝড়ে ছোট ভাইকে হারিয়েছি। এখনো যখন বাঁধ ভেঙে লোনা পানি ঢোকে, মনে হয় আবার সব হারাবো। সম্প্রতি মগনামার সোনালী বাজার এলাকার স্লুইসগেট ভেঙে আমার ৫ একর লবণ মাঠ তলিয়ে গেছে।" মগনামার গৃহবধূ শাহানা আক্তার বলেন, "আকাশে কালো মেঘ দেখলেই সন্তানদের নিয়ে আতঙ্কে থাকি। শেল্টার দূরে, বাঁধ ভাঙলে পালানোর পথও থাকে না।" বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং অস্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাস ভবিষ্যতে উপকূলীয় অঞ্চলের ঝুঁকি আরও বাড়াবে। ফলে পেকুয়া-কুতুবদিয়ার মতো দুর্বল অবকাঠামোসম্পন্ন এলাকাগুলো সবচেয়ে বেশি হুমকির মুখে। স্থানীয় সচেতন মহল বলছে, শুধুমাত্র সংস্কার নয়ড়আধুনিক, টেকসই ও জলবায়ু সহনশীল বেড়িবাঁধ নির্মাণ এখন সময়ের দাবি। অরক্ষিত বেড়িবাঁধের বিষয়ে জানতে চাইলে কক্সবাজার পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. সালাহ উদ্দীন আহমদ জানান, "বর্ষা মৌসুম শুরুর আগেই জরুরি ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলো সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে স্থায়ী সমাধানের বিষয়ও বিবেচনায় রয়েছে।" তবে স্থানীয়দের প্রশ্নড়প্রতিবছরের মতো আশ্বাসেই কি শেষ হবে, নাকি এবার সত্যিকার অর্থে টেকসই সুরক্ষা নিশ্চিত হবে?

১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ভয়াল স্মৃতি শুধু অতীতের ইতিহাস নয়; এটি বর্তমান বাস্তবতারও সতর্কবার্তা। পঁয়ত্রিশ বছর পরও যদি পেকুয়া-কুতুবদিয়ার মানুষ নিরাপদ না হয়, তবে উন্নয়নের বড় অংশই অপূর্ণ থেকে যায়। উপকূলবাসীর দাবি স্পষ্টড়ত্রাণ নয়, প্রতিশ্রুতি নয়; প্রয়োজন টেকসই নিরাপত্তা, শক্তিশালী বেড়িবাঁধ এবং দুর্যোগমুক্ত ভবিষ্যৎ। উপকূলের লাখো মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে, আরেকটি ভয়াল ২৯ এপ্রিল হয়তো আবারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে।

নরসিংদীতে সকালে বৃষ্টির পানিতে সড়ক ঢালাই, বিকেলে ভেঙ্গে সরিয়ে নিচ্ছে ঠিকাদার

নরসিংদী প্রতিনিধি

প্রবল বর্ষণে জমে থাকা পানির মধ্যেই রাস্তা ঢালাই করার কাজ চলছে। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে জনমনে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। নরসিংদীর পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন সিএনজি স্টেশন এলাকায় এ কাজ চলমান ছিল। পরে বিকেলে সে ঢালাই ভেকু মেশিন দিয়ে সরিয়ে নেয় ঠিকাদার। পাঁচদোনা- ডাঙ্গা সড়কের একটি অংশের একশত মিটার আরসিসি ঢালাই কাজ চলমান অবস্থায় ছিল। গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রবল বর্ষণে ডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন সিএনজি স্টেশন এলাকার সড়কটিতে হাটু পানি জমে থাকে। সকালে শ্রমিকরা সড়কে জমে থাকা পানিতেই মিক্সার মেশিন থেকে ঢালাই ঢালছেন। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় নানা সমালোচনা। টনক নড়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। এব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দা আলাউদ্দিন খান জানান, বৃষ্টি হওয়ার কারণে সড়ক সংস্কার করার স্থানে হাটু পানি জমে। এসময় শ্রমিকরা মিক্সার মেশিন থেকে এই হাটু পানিতেই ঢালাই মেশিন থেকে ঢালাই ঢালছেন। এটা প্রথমে আমরা প্রতিবাদ করলেও তারা কর্ণপাত করেনি। তাদের ঢালাই কাজ চালিয়ে যায়।

সিবিআইইউ এর উদ্যোগে কক্সবাজার সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগে সেমিনার

ইমাম খাইর, কক্সবাজার

কক্সবাজার সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের (সমাপনী) শিক্ষার্থীদের নিয়ে "ব্রিজিং দ্যা গেপ বিটউইন ইউনিভার্সিটি এডুকেশন এন্ড জব মার্কেট" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকালে সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের হলরুমে অনুষ্ঠিত সেমিনারে কী-নোট স্পিকার ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন প্রফেসর কাজি মোস্তাইন বিল্লাহ।

সিবিআইইউ ও কক্সবাজার সরকারি কলেজের যৌথ এই সেমিনারে তিনি শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে উন্নত ক্যারিয়ার গঠন ও কর্মজীবনের সফল হওয়ার নানা দিক তুলে ধরেন। সেমিনারে অধ্যক্ষ প্রফেসর আবুল হাসনাত মুহাম্মদ মফিজুল হক, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর অহিদুল ইসলাম, পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর মুফিদুল আলম, ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ উল্লাহ এবং ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সহকারী অধ্যাপক মিঠুন চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এই অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার দ্বারকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষ করে ভৌগলিক দূরত্ব, নিরাপত্তাজনিত সমস্যা, আর্থিক সীমাবদ্ধসহ নানা কারণে যেসব শিক্ষার্থী জেলার বাইরে গিয়ে পড়ালেখা করার সুযোগ পাচ্ছেনা তাদের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বিরাট সম্পদ।

কক্সবাজার সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক আবু বকর রফিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার গুণগত মান বিশেষ করে ইংরেজি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স পড়ার উপযুক্ত পরিবেশের কথা তুলে ধরেন সহকারী পরিচালক (পিআর এন্ড মিডিয়া) ইমাম খাইর। তিনি বলেন, ইংরেজি বিষয়ে মাস্টার্স ভর্তি ফি'র উপর ৫০ শতাংশ এবং টোটাল টিউশন ফি'তে ১০ শতাংশ ওয়েভার দেওয়া হবে। এছাড়া চলমান ৬ বিষয়ে অনার্স কোর্সে ভর্তি হলে যে কোন শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে শতভাগ ওয়েভারসহ নানা সুযোগ সুবিধা।সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার সেলিম জাহাঙ্গীরসহ কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাগুরার শ্রীপুরে কৃষকের পার্টনার ফিল্ড স্কুল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত

মাগুরা প্রতিনিধি

মাগুরার শ্রীপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে মঙ্গলবার দিনব্যাপী কৃষকের পার্টনার ফিল্ড স্কুল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, শ্রীপুরের আয়োজনে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের "প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশিপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)" প্রকল্পের অর্থায়নে এ কংগ্রেসের আয়োজন করা হয়। কংগ্রেসে ১০০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণে করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ নাজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর অঞ্চলের পরিচালক কৃষিবিদ মো: আলমগীর হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো: তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক আজম উদ্দিন ও প্রকাশ চন্দ্র সরকার, পার্টনার -এর সিনিয়র মনিটরিং অফিসার শেখ সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার শামিমা জামান, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার হাসিবুল আজম প্রমুখ। অনুষ্ঠান স্বাগতম বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ হুমায়ুন কবির। অতিরিক্ত উপজেলা কৃষি অফিসার নাহিদ সুলাতানার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ উদ্যোক্তা তৈরি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সহনশীলতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এতে পার্টনার ফিল্ড স্কুল কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দসহ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত প্রায় শতাধিক কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।

পেকুয়ায় জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালিত

পেকুয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৬ উপলক্ষে কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলায় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে উপজেলা আইনগত সহায়তা কমিটি এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি বিনামূল্যের আইনগত সহায়তা পৌঁছে দেওয়া, বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, উন্নয়নকর্মী ও নাগরিক সমাজের সদস্যরা অংশ নেন। গতকাল সকাল সাড়ে ১১টায় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. এমদাদুল হক শরীফ। খান ফাউন্ডেশনের "ভয়েসেস ফর চেইঞ্জ" প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত এ সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. মুজিবুর রহমান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কাউছার আহমেদ, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আশীষ বোষ, একাডেমিক সুপারভাইজার উলফাত জাহান চৌধুরী, স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন প্রতিনিধি, নারী নেত্রী, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। এর পরে "সরকারি খরচে বিরোধ শেষ, সবার আগে বাংলাদেশ" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি উপজেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, নারী সংগঠক, স্বেচ্ছাসেবী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, জাতীয় আইনগত সহায়তা কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করতে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের লিগ্যাল এইড কমিটিকে অধিক সক্রিয় ও জনবান্ধব করতে হবে। বিশেষ করে দরিদ্র, প্রান্তিক, নারী, শিশু ও নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর জন্য সহজলভ্য আইনি সহায়তা নিশ্চিত করা জরুরি। এজন্য ইউনিয়নভিত্তিক সচেতনতামূলক সভা, ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রচারণা, ধর্মীয় উপাসনালয়ে আইনি সহায়তা বিষয়ক বার্তা প্রচার, স্কুল-কলেজে সভা-সেমিনার, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়।

নীলফামারীতে আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপিত

বি এম খাজানেওয়াজ, নীলফামারী

'সরকারি খরচে বিরোধ শেষ, সবার আগে বাংলাদেশ' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নীলফামারীতে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সকালে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের আয়োজনে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি জেলা আদালত চত্বর থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আলোচনা সভায় মিলিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা ও দায়রা জজ (ভারপ্রাপ্ত) ও জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার মাহ্‌মুদুল হক।

অন্যান্যদের মধ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক জিয়াউদ্দিন মাহমুদ, পারিবারিক আপিল আদালতের বিজ্ঞ বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মোছা. আরিফা ইয়াসমিন মুক্তা, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. এনামুল হক বসুনিয়া, পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাড. মিজানুর রহমান চৌধুরী, জেলা আদালতের জিপি আবু মো. সোয়েম এবং জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আল মাসুদ চৌধুরী বক্তৃতা দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেলা লিগ্যাল এইড কর্মকর্তা সহকারী জজ রবিউল ইসলাম।

এসময় বক্তারা বলেন, অসহায়, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সরকার বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে। মামলা দায়েরের আগে আইনি পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি আপোষযোগ্য বিরোধে উভয় পক্ষের সম্মতিতে সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়। সভায় সচেতনতা বৃদ্ধি ও আপস-মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে গুরুত্বারোপ করেন তারা।

এসময় দুইজন সেরা প্যানেল আইনজীবী মো. আনোয়ার হোসেন, লায়লা আঞ্জুমান আরা ইতিকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহসিন আলী, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো.নাইম হাসান খান, সিভিল সার্জন দপ্তরের মেডিকেল অফিসার ডা. আতিউর রহমানসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

জেলা লিগ্যাল এইড কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম জানান, ২০২৫ সালে চলতি বছরে মোট ৫৩৩টি এডিআর আবেদন দায়ের হয়েছে, যার মধ্যে সরাসরি ৩৪৩টি এবং আদালত হতে প্রাপ্ত ১৯০টি। এ সময় আইনগত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৪০৫ জনকে, এর মধ্যে নারী ১৮১ জন ও পুরুষ ২২৪ জন। তিনি আরও জানান, এডিআরের মাধ্যমে মোট ৫১৫টি বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৫টি মীমাংসিত এবং ৩২০টি নথিজাত করা হয়েছে। একই সময়ে এডিআরের মাধ্যমে ১ কোটি ১৮ লাখ ৭৫ হাজার ৯০০ টাকা আদায় করে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও মামলা পরিচালনার জন্য ১৯৫ জন আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ডিমওয়ালা মাছ ধরা-বিক্রি বন্ধের দাবিতে আটপাড়ায় মানববন্ধন

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নদী, খাল-বিল, ডোবা ও বিভিন্ন জলাশয়ে প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন রক্ষায় ডিমওয়ালা মাছ ধরা ও বিক্রি বন্ধের দাবিতে নেত্রকোনার আটপাড়ায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা পরিষদের সামনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বারসিক ও গ্রিন কোয়ালিশনের যৌথ আয়োজনে এ মানববন্ধন হয়। আটপাড়া উপজেলা পরিষদের সামনের সড়কে বেলা ১২টা থেকে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য দেন- বেসরকারি সংস্থা বারসিকের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী অহিদুর রহমান, আটপাড়া উপজেলা গ্রিন কোয়ালিশন কমিটির সভাপতি সাজেদুল সেলিম, সহ-সভাপতি মাকসুদুল হক, সদস্য যোগেশ দাস, নাছরিন বেগম, মাহমুদা আক্তার প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বারসিক কর্মকর্তা পার্বতী সিংহ, শংকর ম্রং, মো. সুয়েল রানা, স্থানীয় সাংবাদিক, জেলে, সাংস্কৃতিকর্মী, পরিবেশকর্মী এবং গ্রিন কোয়ালিশনের সদস্যরা। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ডিমওয়ালা মাছ নির্বিচারে ধরা ও বাজারজাত করার ফলে দেশীয় প্রজাতির মাছ ক্রমেই বিলুপ্তির পথে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক উৎস্য থেকে মাছের উৎপাদন টিকিয়ে রাখতে হলে এখনই এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানোরও দাবি জানান বক্তারা। মানববন্ধন থেকে ডিমওয়ালা মাছ ধরা ও বিক্রি বন্ধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর দাবি জানানো হয়। মানববন্ধন শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহনূর রহমানের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

নবীনগরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

মোঃ জসিম উদ্দিন, নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে ২৮শে এপ্রিল নবাগত জেলা প্রশাসক মোঃ আবু সাঈদের সঙ্গে নবীনগর উপজেলার সরকারি কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মাহমুদুল হাসান। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মোঃ আবু সাঈদ বলেন"সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা,শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন এবং জনসেবার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।" এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) খালেদ বিন মনসুর,ওসি রফিকুল ইসলাম,উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম লিটন,প্রেসক্লাব সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন শান্তি, জেলা বিএনপির সদস্য মাসুদুল হক মাসুদসহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ। এ সময় নিজ নিজ দপ্তরের কার্যক্রম তুলে ধরে সরকারি কর্মকর্তারা স্থানীয় সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। এ ছাড়াও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা এলাকার উন্নয়ন, অবকাঠামো ও জনসেবা মূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন।?জেলা প্রশাসক উপস্থিত সবার বক্তব্য মনোযোগসহকারে শোনেন এবং উত্থাপিত বিষয় সমূহ সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

বেগমগঞ্জের শীর্ষ সন্ত্রাসী দেলোয়ার ইয়াবাসহ ধরা পড়ল ডিবির জালে

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আলোচিত শীর্ষ সন্ত্রাসী দেলোয়ার বাহিনীর প্রধান মো.দেলোয়ার হোসেনকে (৩৫) ১০০ পিস ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ। রোববার (২৬ এপ্রিল) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো.মহিউদ্দিন। এর আগে, গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার রাজগঞ্জ ইউনিয়নের ৩নম্বর ওয়ার্ডের আলাদীনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার দেহ তল্লাশি করে ১০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার দেলোয়ার উপজেলার একলাশপুর ইউনিয়নের ৩নম্বর ওয়ার্ডের ৩নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব একলাশপুর গ্রামের কামাল উদ্দিন বেপারী বাড়ির মৃত ছায়দল হকের ছেলে। তিনি বেগমগঞ্জ উপজেলার 'দেলোয়ার বাহিনী'র প্রধান হিসেবে পরিচিত এবং এলাকায় বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দেলোয়ারের বিরুদ্ধে বেগমগঞ্জ থানায় অস্ত্র, হত্যা, ধর্ষণ ও বিস্ফোরক আইনসহ মোট ৬টি মামলা রয়েছে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় তার বিরুদ্ধে আরও একটি অস্ত্র মামলা রয়েছে। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজগঞ্জ ইউনিয়নের ৩নম্বর ওয়ার্ডের আলাদীনগর এলাকায় অভিযান চালায় ডিবি পুলিশ। অভিযানে ১'শ পিস ইয়াবাসহ শীর্ষ সন্ত্রাসী দেলোয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো.মহিউদ্দিন আরও বলেন, এ ঘটনায় বেগমগঞ্জ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। ওই মামলায় আসামিকে নোয়াখালী চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হবে।

নেত্রকোনায় জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

জাতীয় আইন সহায়তা দিবস উপলক্ষে নেত্রকোনা জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার সকাল ১০টায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে জেলা শহরের মোক্তারপাড়ায় পাবলিক হলের সামনে গিয়ে এসে শেষ হয়। পরে পাবলিক হলে জেলা ও দায়রা জজ মরিয়ম মুন মুঞ্জুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ ড. এ কে এম এমদাদুল হক, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রট এস এম রাজিবুল হাসান, নেত্রকোনা জেলা পরিষদের প্রশাসক এডভোকেট নুরুজ্জামান নুরু, নেত্রকোনা পৌরসভার প্রসাশক মো. আরিফুল ইসলাম সরদার, জিপি এডভোকেট মাহফুজুল হক, পিপি এডভোকেট আবুল হাসেম, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার সাইমুন আল ইসলাম, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট জিয়া উদ্দিন আহমেদ জিয়া, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ।

হোমনায় মাদক সেবনে যুবকের কারাদণ্ড

মোরশিদ আলম, হোমনা (কুমিল্লা)

কুমিল্লা কুমিল্লার হোমনা উপজেলায় মাদক সেবন ও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অসদাচরণের দায়ে রাকিব (২৯) নামে এক যুবককে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পরিচালিত অভিযানে তাকে আটক করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত রাকিব (২৯) উপজেলার বিজয়নগর গ্রামেন দুলাল মিয়ার ছেলে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের তথ্য অনুযায়ী, তিনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্থানীয় লোকজনের সাথে বিরক্তিকর আচরণ করেন এবং নিজ পিতামাতার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালান। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১০ (দশ) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ মোফাচ্ছের।

পিরোজপুরে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

মোঃ মনিরুল ইসলাম চৌধুরী, পিরোজপুর

'সরকারি খরচে বিরোধ শেষ, সবার আগে বাংলাদেশ'এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পিরোজপুরে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সকালে জেলা সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে পিরোজপুর জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির আয়োজনে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ ও জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আবু সাঈদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী এবং জেলা সিভিল সার্জন ডা. মোঃ মতিউর রহমান।বক্তারা বলেন, সরকারের আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, অসহায় এবং বিচারপ্রাপ্তিতে পিছিয়ে পড়া মানুষ বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পাচ্ছে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ন্যায়বিচার লাভের সুযোগ পাচ্ছে, যা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোঃ শাহ আলম, সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবুল কালাম আকন, জেলা ও দায়রা জজ আদালতের অন্যান্য বিচারকবৃন্দ, লিগ্যাল এইড কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য আইনজীবীরা।

ড্রেনের ওপর মার্কেট ও অপরিকল্পিত ভবন

এক পশলা বৃষ্টিতেই ফেনী শহরে কোমর পানি

সাঈদ খান, ফেনী

ফেনী শহরে সামান্য বৃষ্টিতেই তীব্র জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। মাত্র কয়েক মিনিটের বৃষ্টিতে শহরের প্রধান সড়ক ও সরকারি দপ্তরগুলোর আঙিনায় কোমর থেকে হাঁটু সমান পানি জমে জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছাচ্ছে। বিশেষ করে ড্রেনের ওপর অপরিকল্পিত দোকানপাট নির্মাণ এবং নাগরিকদের অসচেতনতাকে এই সংকটের প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে। গতকাল এক পশলা বৃষ্টিতে শহরের কলেজ রোড, এসএসকে রোড, মহিপাল চৌধুরী বাড়ি সড়ক এবং কদলগাজী রোডের কিছু অংশ পানিতে তলিয়ে যায়। সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় ফেনীর পুরাতন কারাগারে। পৌরসভার ড্রেন উপচে পানি কারাগারের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ায় নিচতলার কক্ষ ও ফটকগুলো নিমজ্জিত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বন্দিদের রসদ ও মালামাল দ্রুত উঁচুতে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় কারা কর্তৃপক্ষ। পরে পৌরসভার হস্তক্ষেপে ড্রেন পরিষ্কার করা হলে পানি নামতে শুরু করে। একই চিত্র দেখা গেছে পিটিআই মাঠ, পাইলট হাই স্কুল মাঠ এবং সদর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকাগুলোতে। ফেনী পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জাকির উদ্দিন জানান, ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হলেও সাধারণ মানুষের ফেলা পলিথিন ও অপচনশীল আবর্জনায় তা দ্রুত ভরাট হয়ে যায়। এছাড়া শহরের অধিকাংশ বাসাবাড়িতে নিজস্ব ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই, যা জলাবদ্ধতাকে আরও ত্বরান্বিত করছে। পৌরসভার কনজারভেটিভ প্রধান ডা. কেপি বণিক বলেন, "পুরাতন কারাগার এলাকাটি নিচু হওয়ায় সেখানে ড্রেনের পানি দ্রুত ঢুকে পড়ে। কারাগারের অভ্যন্তরীণ ড্রেনগুলো আরও গভীর ও প্রশস্ত করা প্রয়োজন, যা করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষের।" এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিগত সরকারের আমলে পৌরসভার আয় বাড়াতে পিটিআই গেটের সামনে ড্রেনের ওপর সারি সারি দোকান নির্মাণ করে লিজ দেওয়া হয়েছে। ড্রেনের ওপর স্থায়ী স্থাপনা থাকায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা ভেতরে ঢুকে ময়লা পরিষ্কার করতে পারছেন না। প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাদের নামে বরাদ্দ নেওয়া এই দোকানগুলো অপসারণ না করা পর্যন্ত কলেজ রোড ও তৎসংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব নয় বলে মনে করছেন সচেতন মহল।